ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩১ শ্রাবণ ১৪২৮, ১৫ আগস্ট ২০২১

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৬ মার্চ ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৬ মার্চ ২০২১ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ বছর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সীমিত পরিসরে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সকালে বীর শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে উপাচার্য ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনসহ সকল কেন্দ্রীয় ভবন ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কার্জন হল ও টিএসসিতে আলোক সজ্জা করা হয়।

এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে বা'দ জুম্মা মসজিদুল জামিয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে শহীদদের রুহের মাগফেরাত/শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু'র জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্মকে সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে– উপাচার্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৭ মার্চ ২০২১ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে সৎ, সাহসী, জনদরদী ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই আমরা একটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র লাভ করেছি। আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যগণ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে গমন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

যুব সমাজের প্রতি উপাচার্য

৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে যুব সমাজকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। গত ৭ মার্চ ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গত ৭ মার্চ ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বৈশ্বিক তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে বলেন, এই ভাষণ শুধু ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকেই অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয়, বরং এটি যুগে যুগে বিশ্বের সকল অবহেলিত, বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী জাতি-গোষ্ঠীকে (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গণহত্যা দিবস' পালিত

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে গত ২৫ মার্চ ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় 'গণহত্যা দিবস' পালিত হয়েছে। এ বছর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দিবসটি পালন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জগন্নাথ হল গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

স্মৃতি চিরন্তনে শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৭১'র ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবসহ বিভিন্ন স্থানে শান্তিপ্রিয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতম গণহত্যার শিকার হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন যে জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, বিশ্বের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন নির্মম ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের নজির নেই। তিনি (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৫ মার্চ ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে জগন্নাথ হল গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং জগন্নাথ হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

‘বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস’ উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের উদ্যোগে গত ২ এপ্রিল ২০২১ ‘বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস’ পালিত হয়েছে। করোনা মহামারির বিবেচনায় বিকল্প অনলাইন ওয়েবিনার এর মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নাছিমা বেগম, এনডিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্, ঢাবি কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ ও সহকারী অধ্যাপক সোনিয়া ইসলাম, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং তরী ফাউন্ডেশন ও এসসিজির পরিচালক ড. মারুফা হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাবি কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের চেয়ারপার্সন তাওহিদা জাহান।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ঢাবি কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সমাজের ভাষাগত যোগাযোগে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, উন্নত দেশের তুলনায় দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলোতে প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের সুযোগ কম। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এ সকল মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন না করে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের দায়িত্ব হলো তাদের মানবিক সেবা প্রদান সুনিশ্চিত করা। (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ

ড. মো. আব্দুস ছামাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর প্রথম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদকে গত ২৯ জুন ২০২১ এই নিয়োগ প্রদান করেন।

রেজিস্ট্রার এবং হিসাব পরিচালক নিয়োগ

প্রবীর কুমার সরকার

মো. সোহরাব হোসেন

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৯ জুন ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে প্রবীর কুমার সরকারকে নিয়োগ প্রদান করেছেন। একই দিন তিনি ভারপ্রাপ্ত হিসাব পরিচালক হিসেবে মো. সোহরাব হোসেনকে নিয়োগ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, প্রবীর কুমার সরকার উপাচার্যের সচিব (ডেপুটি রেজিস্ট্রার) হিসেবে এবং মো. সোহরাব হোসেন হিসাব পরিচালকের অফিসে উপ-হিসাব পরিচালক (সিস্টেমস্ এনালিস্ট) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১ জুলাই ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কার্জন হল প্রাঙ্গণে একটি বুদ্ধ নারিকেল গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে শত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ০৫ মে ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল গেইটে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবনির্মিত হাজী মুহম্মদ মুহসীন-এর ম্যুরাল উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক ও বিশিষ্টজনের মৃত্যুতে উপাচার্যের গভীর শোক প্রকাশ

অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সাবেক ইউজিসি অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৭ মে ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণিতজ্ঞ, গণিতশাস্ত্রবিদ ও গবেষক। তিনি প্রকৌশল গণিত বিশেষ করে Fluid Dynamics বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে গণিত বিষয়ে তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গণিত চর্চা, পঠন ও পাঠন ছিল তাঁর পেশা ও নেশা। গণিত শিক্ষা প্রচার, প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য প্রথিতযশা এই গণিতবিদ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন গত ২৭ মে ২০২১ দিবাগত রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS) থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনকারী এই শিক্ষাবিদ ব্রিটিশ-ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সৎ, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী ও নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষক ও গবেষক সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন স্বনামধন্য ইতিহাসবিদকে হারালো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইউজিসি’র সদস্য ও বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির সভাপতি হিসেবে শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০৮ এপ্রিল ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, সাবেক ইউজিসি অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী, নম্র ও সজ্জন চরিত্রের অধিকারী। মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এই গুণী শিক্ষক বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। দর্শন শিক্ষা বিশেষ করে নৈতিকতা শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান গত ০৮ এপ্রিল ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

অধ্যাপক মো. আব্দুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মো. আব্দুর রহমানের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩০ এপ্রিল ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মো. আব্দুর রহমান ছিলেন দেশের একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও বিনম্র চরিত্রের একজন সজ্জন মানুষ। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষায় গণিত বিষয়ক অনেকগুলো বই রচনা করেছেন। গণিত পঠন ও পাঠনে ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। পেশাদারিত্বে তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। গণিত শিক্ষা প্রচার, প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মো. আব্দুর রহমান গত ৩০ এপ্রিল ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুনের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ এপ্রিল ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। তিনি বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট, সিনেট সদস্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন গত ১৬ এপ্রিল ২০২১ যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান

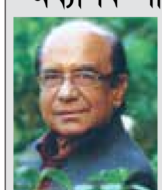

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৪ এপ্রিল ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান ছিলেন একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি ও পল্লীসাহিত্য গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত একজন অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও উদার মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইগুলো আমাদের অনন্য সম্পদ। তিনি বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এবং লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য গুণী এই শিক্ষাবিদ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান গত ১৪ এপ্রিল ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

মহিউদ্দিন আহমেদ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশক এবং দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)-এর প্রতিষ্ঠাতা মহিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৩ জুন ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, স্বনামধন্য প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ ছিলেন যথার্থ অর্থে একজন ইমেরিটাস পাবলিশার। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে পাঠাভ্যাস সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর কর্মকৌশল উদ্ভাবনে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গুণগত মানসম্পন্ন অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে দেশের প্রকাশনা শিল্পকে তিনি আন্তর্জাতিক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন গুণী মানুষ। প্রকাশনা শিল্পের গুণগত মানোন্নয়ন ও বিকাশে অনন্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, মহিউদ্দিন আহমেদ গত ২১ জুন ২০২১ দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম খান

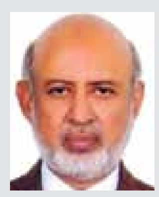

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম খান-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ এপ্রিল ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম খান ছিলেন জীব পরিসংখ্যান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং পাঠদানে পারদর্শী একজন শিক্ষক ও গবেষক। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণায় অবদানের জন্য গুণী এই অধ্যাপক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম খান গত ১৭ এপ্রিল ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ভারতীয় হাইকমিশনার

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী গত ২৭ অক্টোবর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়ে ফলপ্রসু আলোচনা করেন। এছাড়া, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদুঘর স্থাপন, পুরাতন ভবনসমূহের সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন, 'চেয়ার' পদ সৃষ্টি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পারস্পরিক এই সুসম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশের জন্য ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ব্রিটিশ কাউন্সিল কান্ট্রি ডিরেক্টর

ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. টম মিসোসিয়া গত ২৯ অক্টোবর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। টম মিসোসিয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী বছর লন্ডনে অনুষ্ঠেয় কর্মসূচিতে ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া, শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশে পরিচালিত সব ধরনের কোর্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট থাকবে বলে তিনি উপাচার্যকে অবহিত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিতে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর টম মিসোসিয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী গত ২৭ অক্টোবর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. টম মিসোসিয়া গত ২৯ অক্টোবর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভায় ঢাবি উপাচার্যের অংশগ্রহণ

যুক্তরাজ্য সরকারের ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডের 'ট্যুরিং শিক্ষা প্রকল্প' সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল সভা গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের মিনিস্টার ফর ইউনিভার্সিটিজ মি. মিশেল ডোনেলান, এমপি'র সাথে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানসহ 'অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ (ACU)'-এর অন্যান্য কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

উল্লেখ্য, এই শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় যুক্তরাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণ, শিক্ষার বৈশ্বিক সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন এবং কমনওয়েলথ্ভুক্ত দেশসমূহের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পারস্পারিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নতুন এই শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। তিনি আরও বলেন, চমৎকার এই উদ্যোগের ফলে কমনওয়েলথ্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় আরও বৃদ্ধি পাবে। এই শিক্ষা প্রকল্প আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান যুক্তরাজ্যের মিনিস্টার ফর ইউনিভার্সিটিজ মি. মিশেল ডোনেলানকে আশ্বস্ত করে বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় যুক্তরাজ্য থেকে যেসকল শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন তাদেরকে আবাসনসহ সকল সহযোগিতা প্রদান করা হবে। উপাচার্য একইসঙ্গে একই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সুযোগ পাবেন, তাদেরকেও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের সশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-চ্যান্সেলর এবং এসিইউ'র ভাইস-চেয়ার অধ্যাপক কলিন রিঅর্ডানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসিইউ'র কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, বিশ্বের নেতৃস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দ এবং যুক্তরাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জগন্নাথ হলের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, হলের আবাসিক শিক্ষক ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব

(১ম পৃষ্ঠার পর) অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে। এ কারণেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর এমন এক সময় এই ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যখন বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। মহান মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে এটি এক অনন্য অর্জন। উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অর্জনকে যুব সমাজের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে যুব সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষ্যে সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

'গ্র্যাজুয়েট প্রমোশন এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' কর্মসূচি গ্রহণ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং SDG অর্জনে অবদান রাখতে সক্ষম যথোপযুক্ত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের ভাষা দক্ষতা অর্জন ও তাদেরকে নিয়োগযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য 'গ্র্যাজুয়েট প্রমোশন এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে গত ৮ এপ্রিল ২০২১ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিনস্ কমিটির সুপারিশ এবং একাডেমিক পরিষদের অনুমোদন অনুযায়ী সিন্ডিকেট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই 'গ্র্যাজুয়েট প্রমোশন এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/বিভাগ/শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃসহযোগিতার জন্য সমঝোতা চুক্তি/বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করবে। শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজিসহ অন্য যে কোনো একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। জাতীয়/আন্তর্জাতিক/বহুজাতিক সরকারি, বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েটদের নিয়োগযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রায়োগিক জ্ঞান শেখানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই কর্মসূচির আওতায় অনুষদসমূহের ডিনবৃন্দ নিজ নিজ অনুষদভুক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নিয়ে কতিপয় মৌলিক/প্রাত্যহিক/প্রায়োগিক/ব্যবহারিক (যেমন-চালচলন, সৌজন্যবোধ, কর্পোরেট শিষ্টাচার, উপস্থাপনা, প্রযুক্তির ব্যবহার, ভাষার দক্ষতা প্রভৃতি) বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করে সেই আলোকে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে এক/দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

এছাড়া, সিন্ডিকেট সভায় একাডেমিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ২৫জন গবেষককে পিএইচ.ডি, ১জন গবেষককে ডি.বি.এ এবং ২২জন গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা-এর নামে ঢাবি মেডিকেল সেন্টারের নামকরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারকে শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে গত ২৪ মে ২০২১ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় এই নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ।

ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা ১৯৫৫ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন/স্থাপনা শহিদ বুদ্ধিজীবী/শিক্ষক/কর্মকর্তার নামে নামকরণের একটি প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের নাম 'শহিদ ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা মেডিকেল সেন্টার' করা হল।

এছাড়া, একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট সভায় ০৩ জন গবেষককে পিএইচ.ডি ডিগ্রি এবং ০৪ জন গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয় ।

ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল শহীদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, মার্চ মাস আমাদের মহান স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের মাস। ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা এই মাসে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাসহ অনেকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। তাই এই ঐতিহাসিক মার্চ মাসের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

উপাচার্য আরও বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের ঐতিহাসিক ঘটনাটি আমাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলো। জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য অবদান রয়েছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, যা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ যুগ যুগ ধরে সকলকে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে।

তিনি বলেন, ২০২১ সালে মুজিব জন্মশতবর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন হচ্ছে। তাই এটি এক অনন্য সাধারণ বছর। উপাচার্য স্বাধীনতার মৌলিক দর্শন ও চেতনা ধারণ করে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গণহত্যা দিবস' পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) এই দিবসটিকে 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাত ৯টা থেকে ৯:০১টা পর্যন্ত জরুরি স্থাপনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জায়গায় প্রতীকী "ব্লাক-আউট" কর্মসূচি পালন করা হয়।

এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে বা'দ জোহর মসজিদুল জামিয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার মসজিদসমূহে এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে শহীদদের রুহের মাগফেরাত/শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারজানা মুস্তফা এবং আরবান ডেভলপমেন্ট জার্নালিস্টস ফোরামের ভাইস-প্রেসিডেন্ট কামরুন নাহার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো ড. রওনক জাহান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও নারী অধিকার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এই সম্মেলন থেকে এ বিষয়ে কার্যকর ও বাস্তবসম্মত সুপারিশ পাওয়া যাবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত ও থাইল্যান্ডের বিশেষজ্ঞগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

(২য় পৃষ্ঠার পর) ২০০৭ সাল থেকে অটিজম সচেতনতা দিবস পালন শুরু হলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২রা এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'Inclusion in the Workplace: Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World' অর্থাৎ, কর্মক্ষেত্রে একীভূতকরণ: মহামারি পরবর্তী বিশ্বের বাধা ও সুযোগ-সমূহ।

প্রতীকী বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং লকডাউন বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪২৮ সীমিত পরিসরে প্রতীকী কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদের শিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন মুখোশ ও প্রতীক নিয়ে অনুষদ প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্ষিপ্তভাবে প্রতীকী মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রতীকী এই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।

এই প্রতীকী মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূইয়াসহ চারুকলা অনুষদের স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আবহমান কাল থেকে বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেয়ার যে বর্ণিল উৎসব ও ঐতিহ্য, সেটি অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন। নানা বিবেচনায় বাংলা-১৪২৮ গুরুত্ববহ একটি বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র সন্ধিক্ষণে বাংলা নববর্ষের আগমন ঘটল। কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রতীকী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করায় উপাচার্য চারুকলা অনুষদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত মঙ্গল শোভাযাত্রা। কিন্তু চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে এ বছর পহেলা বৈশাখ উৎসবমূখর পরিবেশে উদ্‌যাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা আশা করি আগামীতে করোনা উত্তর বাংলাদেশে আগের রূপে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হবো। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সংক্ষিপ্তভাবে প্রতীকী এই মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজন করায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও চারুকলা অনুষদকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাবি-এ স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগে স্থাপিত স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনের ছাদে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই স্টেশন উদ্বোধন করেন।

আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে এই স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন একটি বড় ধরনের সংযোজন। শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা এই স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়া, পরিবেশ, জলবায়ু ও বায়ুমণ্ডল বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবেন। এর মাধ্যমে আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল, কৃষি, মৎস্য এবং সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ই-সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে 'Women in 100 Years: Changes and Challenges in the Light of Development Goals and COVID-19' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ই-সম্মেলন গত ৯ মার্চ ২০২১ উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। ইউএনডিপি এবং ইউকে এইড এর সহযোগিতায় এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সানজীদা আখতারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, স্থানীয় সরকার, (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ০২ মার্চ ২০২১ ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সীমিত পরিসরে কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন

হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রক্টরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। কলা অনুষদের ডিন ও (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

'দেব স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠিত

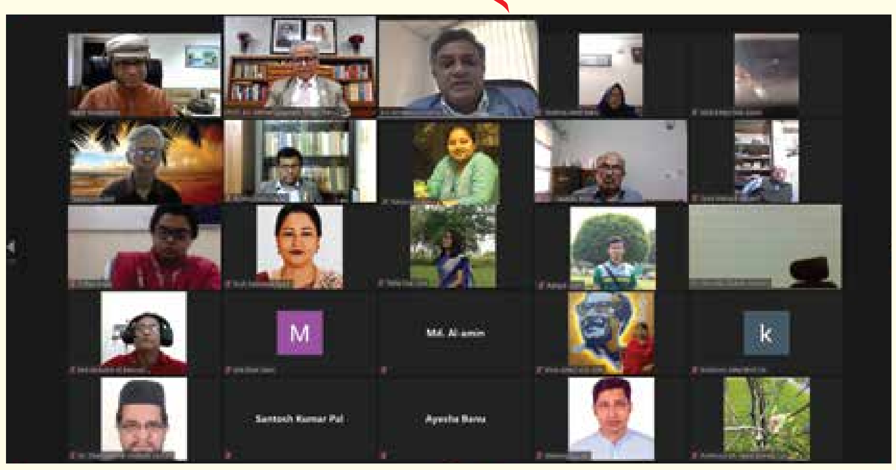

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'দেব স্মারক বক্তৃতা' গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেম (এম. এম. আকাশ) 'সত্য-উত্তর সমাজ : সত্য-মিথ্যার বিভ্রান্তিকর রসায়ন' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম হারুনার রশীদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানবতাবাদী দার্শনিক অধ্যাপক জিসি দেবের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর দর্শনে নিহিত রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপাচার্য সমাজের সর্বত্র অধ্যাপক জিসি দেবের দর্শন অনুসরণ ও লালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আইটি বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইআইটি)-এর উদ্যোগে ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এশিয়া কানেক্ট প্রোজেক্ট-এর সহায়তায় 'Hands on Training on Fundamental Web and Application Security Issues for NREN Professionals' শীর্ষক ০৫-দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম গত ১৬ জুন ২০২১ ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি ডিভিশনের ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সীর মহাপরিচালক মো. খায়রুল আমীন এবং ঢাবি তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. শরিফুল ইসলাম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইআইটি) তথ্য প্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকারের সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য আশা প্রকাশ করে বলেন, এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী আইটি ইঞ্জিনিয়ার, মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি প্রফেশনালস্, তরুণ শিক্ষক-গবেষকসহ সংশ্লিষ্টরা তথ্য ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে নিজেদেরকে আরও দক্ষ ও সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে। তিনি এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, ৫-দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক ট্রেনিং প্রোগ্রামে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান এবং মিয়ানমারের আইটি পেশাজীবীরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করছেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫